২১শে আগষ্ট স্মরনে ঃ

নরক থেকে ফেরা !

হারুন রশীদ আজাদ

২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে র ২১ তারিখটি বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনৈতিকচিন্তাচেতনাকে স্থায়ীভাবে হত্যা অভিযান ছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা ।

এমন হত্যার নীল নকশা তখনকার ক্ষমতায় থাকাসরকার দায় এড়াতে পারেনা । কারন সরকারের অধীনস্থ অর্ধ ডজন গোয়েন্দা বিভাগ(সামরিক বিভাগ সহ)রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে সরকারকে আগাম সর্তক বার্তা দিয়ে থাকেন ।আইন প্রয়োগকারি সংস্থা সে সব সর্তক বার্তার সুত্র ধরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকেন ।তাছাড়া এত বড় একটা অ ভিযান দীর্ঘদিনের

পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষন ছাড়া কোন ভাবেই সম্ভব নয় ।অথচ ক্ষমতাসীন সরকার ঐ হত্যাকান্ডকে বিরোধীদলের অভ্যন্তরীন কোন্দল বলেআসল খুনী ও তাদেরকে ঘটনা থেকে দুরে রাখার সর্বক্ষমতা ব্যবহার করেন । অন্যদিকে ঐ তিহাসিক ভাবে নির্যাতন সহ্য ও রাজপথে রক্ত দেওয়ার দাবীদার আওয়ামি লীগের প্রিয় মানুষটিকে হত্যার নিখুঁত অ ভিযানটি

ঐশ্যেরিক ভাবে ব্যর্থ হলেও নরকিয় অভিযানে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রান দিয়েছেন ৩০ উর্ধে প্রান দিয়েছেন । আহত হয়েছেন শতাধিক ।এর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় নেতাও রয়েছেন ২০ উর্ধে শীর্ষনেতাদের মধ্যে যারা প্রান দিয়েছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের জীবন সাথী আইভি রহমান ,মেয়র মোঃ হানিফ যিনি নীজের দেহ দিয়ে আচছাদিত করে গ্রেনেডের স্প্রীন্টার নীজ শরীরে ধারন করে তার প্রিয় নেতা জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়ে ছিলেন ।সেই সময়ে আরও অনেক নেতা ছাতার মত ঢেকে রেখেছিলেন নির্মম সন্ধ্যিক্ষনে । কেন এমন পৈচাশিক আক্রমন হল ?

উত্তর একটাই ‘‘শেখ মুজিবের বংশকে নিশ্চিহ্ন করা ’’

লাভটাকি ? উত্তর হয়তো একই ধরনের , আওয়ামি লীগকে নিশ্চিহ্ন করা ।

কিন্তু আসলেই কি তা সম্ভব !!

ইতিহাস বলে মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে অনেক শক্তিশালী তা-কি খুনীরা হিসাবে নেয়নি ! আদর্শের রাজনীতি কখনো পরাজয় মানেনা ,পাকিস্তানি রক্তখেঁকো আইয়ুব ,ইয়াহিয়া , বাংলাদেশের জিয়া-এরশাদ রাষ্ট্রযন্ত্র কম ব্যবহার করেছে ! বিদেশী প্রভুর পালা কুকুর যত বেশী নির্যাতন করবে দেশ প্রেমের পতাকাধারি আওয়ামি লীগ ততবেশী শ ক্তিশালি হবেই !

আওয়ামি লীগের নেতা-কর্মিরা আগুনে পোঁড়া স্বর্ন ওদের হৃদয়ে দেশপিতা ‘‘বঙ্গবন্ধু ’’ , আদরে শেখ হাসিনা , আদর্শে ৭১‘র মুক্তিযুদ্ধ ,এই শক্তিকে বুলেট , গ্রেনেড , গতিরোধের

ক্ষমতা রাখেনা ।শতবার অগ্নি পরিক্ষায় উর্ত্তীন আওয়ামি লীগ পৃথীবির নরককে ও ভয়পায়না ।

২১শে আগষ্টের বর্বোরোচিত কিছু তথ্য ইংরাজিতে দেওয়া হল ।

nine grenade blasts and many rounds of shooting. A very determined and well-planned attack was launched and it was carried out in about a couple of minutes. Despite heavy, although less than normal, deployment of police personnel and strict security arrangements in the area, the criminals fled the spot safely. By the race of Allah Sheikh Hasina escaped this dastardly attack as a number of Awami League leaders and workers laid down their lives, some in attempting to save her and others as innocent victims of the barbarous arrack. We bemoan the loss of Ivy Rahman, Secretary of women's affairs of Awami League, and 23 other dead souls. The sudden multiple explosions of grenades just after Sheikh Hasina's address from a truck deck resulted in immediate chaos, horrific deaths and bewildering in open daylight. A hail of gunfire apparently targeting Sheikh Hasina followed the serial grenade explosions. The deadly attacks started at 5:23pm just when Hasina wrapped up a rally of around 25,000 supporters protesting the recent Sylhet blasts with a call 'to end the rule of the government that inspires bomb attacks'.Party leaders including the then mayor of Dhaka Mohammad Hanif and Sheikh Hasina's personal bodyguards tried to protect her by instantly forming a human shield receiving grenade splinters in their bodies. Hundreds of leaders and workers are still fighting for life and many have been permanently maimed. Bloody 21 August still haunts many victims.

AL leaders, activists and supporters who were brutally killed by 21 august 2004 Grenade attack:

Begum Ivy Rahman, Former Woman Affairs Secretary, Bangladesh Awami League; Moshtak Ahmed Sentu Assistant secretary, Bangladesh Awami League; Lance Corporal (retd.) Mahbubur Rashid, Personal Security staff; Rafiqul Islam (68) who was known as Ada Chacha ,Advisor, Dhaka City Awami League; Sufia Begum (40),Woman Awami League, Dhaka City Unit Leader; Hasina Momtaz Rina (45),President. Dhaka City Woman Awami League ward no. 15 ; Liton Munshi alias litu, President, Union Jubo League(AL youth front); Ratan Sikder(40), AL supporter & Businessman; Md. Hanif (50) Dhaka city Labour League Leader of ward no. 30; Mamun Mridha(21), Second year student of Govt. Poet Nazrul College, Dhaka & AL supporter; Belal Hossain, Asst. Organizing Secretary, Jubo League, 69 no. ward unit of Dhaka city; Aminul Islam alias Moazzem(25) ,Awami League activist; Abdul Kuddus patwari (40), Member, National Committee, Bangladesh Awami Shechchashebok League; Atik Sarker(21), Jubo League leader of 84 no. ward unit of Dhaka city; Nasiruddin Sarder (40),Activist of Labour League, Dhaka Chapter; Rezia Begum(45),Awami Shechchashebok League Leader; Abul Kashem(50) ;Zahed Ali(35); Momin Ali(35); Shamsuddin(55); Abul Kalam Azad(38) President, Jubo League, Balughat unit, Dhaka and Ishak Mia.

More than 500 AL leaders, activists, supporters and meeting listeners were injured during the barbaric grenade attack.